লোক কল্যাণ পরিষদ
২৮/৮, লাইব্রেরী রোড কলকাতা - ২৬,
☎ ২৪৬৫-৭১০৭, ৬৫২৯-১৮৭৮
email - lkp@lkp.org.in /
lokakalyanparishad@gmail.com
স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন প্রতিষ্ঠানের একটি সহায়তা কেন্দ্র

আজকের পঞ্চায়েত বার্তা

পঞ্চায়েতি রাজ বিষয়ে সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা সংবাদ পাক্ষিক
দূরভাষ - (০৩৩)৬৫২৬৪৭৩৩ (O), ৯৪৩২৩৭১০২৩ (M), ই-মেলঃ arnab.apb@rediffmail.com

গ্রাহক হোন
পঞ্চায়েত বার্তাকে সুস্থায়ী করতে হলে তার পাঠক ও গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধি একান্ত প্রয়োজন। পঞ্চায়েত বার্তার জন্য গ্রাহক সংগ্রহের কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে।
২৪ টি ইস্যু ও ২টি বিশেষ সংখ্যা
এক বৎসর ৬০ টাকা
দুই বৎসর ১০০ টাকা
(M.O. করে টাকা পাঠান।)

বর্ষ - ২১ ● সংখ্যা - ২২ ● ১লা ফেব্রুয়ারি ২০১৩ ● মূল্য - ২.০০ টাকা ● Reg No. PMG(SB)148-HWH RNI-53154/92

মহিলাদের স্বনির্ভরতার লক্ষ্যে স্বাবলম্বন মেলা পুরুলিয়ায়

মণীন্দ্রনাথ মাহাতঃ মহিলাদের স্বনির্ভরতার লক্ষ্যে পুরুলিয়া জেলার জয়পুর ব্লক অফিস সংলগ্ন মাঠে ২৩ ও ২৪শে জানুয়ারী অনুষ্ঠিত হল স্বাবলম্বন মেলা। নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর জন্মদিন ২৩শে জানুয়ারী সকাল ১০টায় জয়পুর ব্লকের উদ্যোগে আয়োজিত এই মেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন রাজ্যের স্বনির্ভর ও স্বনিযুক্তি দপ্তরের মন্ত্রী শান্তিরাম মাহাত। তিনি বলেন, আগামী দিনে রাজ্যে উন্নয়নের জোয়ার আসবে মহিলাদের হাত ধরে এবং এই উন্নয়ন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই মহিলাদের ক্ষমতায়ন ঘটবে। তিনি আরও বলেন, রাজ্য সরকার ও নাবার্ডের যৌথ উদ্যোগে ৭ কোটি টাকার একটি পাইলট প্রকল্পের কাজ শুরু করেছে স্বনিযুক্তি দপ্তর। এই পাইলট প্রকল্পে ৩ কোটি টাকা দেবে রাজ্য এবং ৪ কোটি টাকা দেবে নাবার্ড। সব স্বনির্ভর গোষ্ঠীকেই দেওয়া হবে উন্নত মানের প্রশিক্ষণ। এই প্রশিক্ষণের মূল উদ্দেশ্য হল, প্রত্যেক পরিবারের আর্থ-সামাজিক বিকাশ সহ জীবন জীবিকার মান উন্নয়ন ঘটানো। যারা দল তৈরি করেছেন কিন্তু সরকারি আর্থিক সাহায্য পাননি তাদের জন্যও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। স্বনির্ভর দলের দ্বারা উৎপাদিত দ্রব্যের ও ফসলের বিপণনের ব্যবস্থার কথা ভাবা হচ্ছে। কোনো স্বনির্ভর দল ব্যাঙ্কের কাছ থেকে লোন নিলে এবং বার্ষিক সুদের হার ১১ শতাংশ হলে রাজ্য সরকার সেক্ষেত্রে স্বনির্ভর দলের হয়ে ৭ শতাংশ সুদ পরিশোধ করবে। স্বনির্ভর দলকে দিতে হবে মাত্র ৪ শতাংশ সুদ। স্বনির্ভর দলগুলির সচেতনতা ও দক্ষতা বাড়ানোর জন্য দলের সদস্যদের রাজ্যের বাইরে পাঠানো হচ্ছে। অনেক মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে উচ্চ মাধ্যমিকে উন্নীত করা হচ্ছে, যাতে ছেলেমেয়েরা ঘরের ভাত খেয়ে উচ্চ শিক্ষা লাভ করতে পারে। কারণ শিক্ষা হল উন্নয়নের চাবিকাঠি। স্বনির্ভর দলের সদস্যদের কাছে মন্ত্রীর আহ্বান, 'আপনাদের এগিয়ে আসতে হবে, সচেতন হতে হবে। জেলায় মহিলাদের জন্য আরও অনেক কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। এই সমস্ত কর্মসূচিতে মহিলাদের সামিল হতে হবে।'

এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জয়পুর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শঙ্কর নারায়ন সিংদেও। তিনি বলেন, পাখি যেমন একটি ডানা নিয়ে উড়তে পারে না তেমনি উন্নয়ন বা আর্থিক বিকাশও এককভাবে হয় না। তাই উন্নয়নের লক্ষ্যে নারী পুরুষ নির্বিশেষে সকলের সহযোগিতা প্রয়োজন। তাহলে আমরা আমাদের অর্থনীতিকে চাঙ্গা করে তুলতে পারব। পুরুলিয়ার জেলাশাসক মহঃ গোলাম আলি আনসারি বলেন, স্বনির্ভর দলগুলিকে নানা ধরনের উন্নয়নমুখী কর্মসূচি ছাড়াও স্বাস্থ্য বিধান কর্মসূচিতে যুক্ত করার কথা ভাবা হচ্ছে। কারণ স্বনির্ভর দলগুলি নিজেদের আর্থিক বিকাশে ও বিভিন্ন রকম সামাজিক কাজে একেবারে তৃণমূল স্তর থেকেই কাজ করছে। গ্রামীণ মানুষের মানসিকতার পরিবর্তন দরকার। আর এই কাজটা মহিলারাই ভালভাবে করতে পারবেন বলে আমার বিশ্বাস। এছাড়াও, জেলায় আরও অনেক কর্মসূচি গ্রহণ করা হচ্ছে। অতিরিক্ত জেলা শাসক সবুজ বরন সরকার জানান, 'রাজ্যে প্রায় ১৪ লক্ষ স্বনির্ভর দল রয়েছে, তার মধ্যে প্রায় ৯০ শতাংশ দল মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। মহিলাদের বিভিন্ন ধরনের সামাজিক আন্দোলনের

এরপর পাঁচের পাতায়

নারী নির্যাতনের বিচারে হাইকোর্টের বিশেষ বেঞ্চ

বার্তা প্রতিনিধিঃ ক্রমবর্দ্ধমান নারী নিগ্রহের বিরুদ্ধে নিন্দা মন্দ ও প্রতিবাদই যথেষ্ট নয়। অপরাধীর শাস্তি বিধানে বিচার ব্যবস্থাকেও কাজ করতে হবে অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে। কোলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি অরুন মিশ্র মহিলাদের উপর অত্যাচারের মামলা শোনার জন্য বিশেষ ডিভিশন বেঞ্চ চালু করে সে কথাই বুঝিয়ে দিলেন। বিচারপতি মৃণাল কান্তি চৌধুরী ও বিচারপতি নাদিরা পাথোরিয়াকে নিয়ে তৈরি ওই বিশেষ বেঞ্চ প্রতিদিন শুধু নারী নির্যাতন সংক্রান্ত অভিযোগের বিচার করবে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, দিল্লীতে গণ-ধর্ষণের ঘটনার পর নারী নির্যাতন সংক্রান্ত মামলার দ্রুত বিচারের জন্য ফাস্ট ট্রাক কোর্ট খোলার কথা বলেছিল কেন্দ্র। রাজ্য সরকারও কেন্দ্রের এই যৌক্তিকতা স্বীকার করে। হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি প্রতিটি মহকুমা কোর্টকে এই মর্মে নির্দেশ দেন যে,

এরপর পাঁচের পাতায়

প্রকৃতির রূপে অপরূপ বিহারীনাথ

নাসিরুদ্দিন গাজীঃ বিভিন্ন ঋতুতে বিহারীনাথ পাহাড়ের রূপের পরিবর্তন হয়। বিহারীনাথে যে কোন সময় এলে প্রকৃতি ধরা দেবে আপনার কাছে। বর্ষায় শ্যামল স্নিগ্ধ পাহাড়ের রূপ, মার্চে পলাশের প্রাচুর্য, শীতে তো তুলনাই নেই। শালতোড়া পঞ্চায়েত সমিতির উদ্যোগে অতিথি নিবাসটির অদূরে বিহারীনাথ পাহাড়টি সদম্ভে দাঁড়িয়ে আছে। উচ্চতা ৪৪৮ মিটার। পাহাড়ের নীচে দু'দিকে দু'টো বিরাট জলাশয়। মন্দিরে প্রবেশ পথের কয়েকটি সিঁড়ি ভেঙে উঠলে মন্দিরের প্রশস্ত চত্বর। মূল মন্দিরের গর্ভগৃহে শিবলিঙ্গ। দীর্ঘ খননের পরেও এই পাথরের লিঙ্গের উৎপত্তি স্থল খুঁজে পাওয়া যায়নি। মন্দিরের চারপাশে অনেকগুলি ছোট ছোট মন্দিরে অন্যান্য দেবদেবীর অধিষ্ঠান। এক বিশাল অশ্বত্থ গাছের নীচে গোলাকার বেদিতে

এরপর ছয়ের পাতায়

ভ্রাম্যমান স্বাস্থ্য পরিষেবার দাবী আদায় হল

বার্তা প্রতিনিধিঃ উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র দূরে হওয়ার ফলে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার কুশমুণ্ডি ব্লকের ৫নং দেউল গ্রাম পঞ্চায়েতের নয়াপাড়া সংসদ, ইসনাইল সংসদ, গোপালপুর সংসদ ও নাভোর সংসদের শিশু, প্রসূতি এবং সন্তানসম্ভবা মায়েদের পাঁচ থেকে ছয় কিলোমিটার দূরে গিয়ে স্বাস্থ্য পরিষেবা নেওয়ার ক্ষেত্রে নানা ধরনের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হচ্ছিল। জনস্বাস্থ্যের সঙ্গে যুক্ত নয়াপাড়া ইন্দিরা পল্লী উন্নয়ন স্বনির্ভর দল, মা মনসা স্বনির্ভর দল, বান্ধবী স্বনির্ভর দল এবং অন্যান্য কয়েকটি স্বনির্ভর দলের উদ্যোগে প্রথমে গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য ও প্রধানের সাথে এ ব্যাপারে আলোচনা করা হয়। পরবর্তী পর্যায়ে সবাই মিলে উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত অপর্ণা রায়ের কাছে এই সমস্যা তুলে ধরা হয় এবং এ ব্যাপারে ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়।

স্বনির্ভর দলের সদস্যরা সুষ্ঠু স্বাস্থ্য পরিষেবার স্বার্থে ভ্রাম্যমান স্বাস্থ্য পরিষেবার দাবী জানান। কারণ পাঁচ-ছয় কিলোমিটার দূরে গিয়ে স্বাস্থ্য পরিষেবা গ্রহণ করতে সন্তানসম্ভবা মা ও শিশুদের যথেষ্ট কষ্ট করতে হচ্ছে এবং এর ফলে তারা সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবার প্রতি আগ্রহ হারাচ্ছে। ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক গ্রামের মানুষের সমস্যার যৌক্তিকতা স্বীকার করে নিম্নলিখিত সময়সূচি অনুযায়ী ভ্রাম্যমান স্বাস্থ্য পরিষেবার ব্যবস্থা করেন।

কেন্দ্রের স্থান	তারিখ ও সময় (প্রতি মাসে)
ইসনাইল প্রাথমিক বিদ্যালয়	তৃতীয় বৃহস্পতিবার সকাল ১০টা।
গোপালপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়	চতুর্থ বৃহস্পতিবার সকাল ১০টা।
নাভোর প্রাথমিক বিদ্যালয়	দ্বিতীয় বৃহস্পতিবার সকাল ১০টা।

অল্প কথায়

বাড়ছে আসন

বার্তা প্রতিনিধিঃ এবার ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের আসন সংখ্যা বাড়ছে। মোট ৫৮,৮১৩টি আসনে লড়াই হবে। এর মধ্যে গ্রাম পঞ্চায়েতে ৪৮ হাজার ৭৪৮, পঞ্চায়েত সমিতিতে ৯ হাজার ২৪০ এবং জেলা পরিষদে ৮২৫ আসনে ভোট হবে। বিগত পাঁচ বছরের তুলনায় এবার গ্রাম পঞ্চায়েতে ১৮ শতাংশ আসন বেড়েছে। ২০০৮ সালে জেলা পরিষদ, পঞ্চায়েত সমিতি এবং গ্রাম পঞ্চায়েতে আসন সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৭৪৮, ৮৮০০, ৪১৫০৪টি।

কৃষি পুরস্কার

বার্তা প্রতিনিধিঃ কৃষি ক্ষেত্রে দ্রুত উন্নতির মাধ্যমে খাদ্য শস্যের প্রচুর উৎপাদনের জন্য মধ্য প্রদেশ সরকারকে দেওয়া হল কৃষি কর্মণ পুরস্কার, ২০১২। ২০১২ সালে মধ্যপ্রদেশে খাদ্য শস্য উৎপাদনের পরিমাণ ২১৬.০৮ মেট্রিক টন, যা দেশের মধ্যে সর্বোচ্চ। এই পুরস্কারের নগদ অর্থমূল্য ২ কোটি টাকা।

স্বনির্ভর মেলা

বার্তা প্রতিনিধিঃ কটেজ এন্ড স্মল স্কেল ইন্ডাস্ট্রিজ অ্যাসোসিয়েশন (দক্ষিণ ২৪ পরগনা) এর উদ্যোগে ও কেন্দ্রীয় সরকারের এম এস এম ই'র বিশেষ সহযোগিতায় সম্প্রতি সোনারপুরে অনুষ্ঠিত হল শিল্প ও স্বনির্ভরতা মেলা। সাত দিন ধরে এই শিল্প মেলায় ক্ষুদ্র ও হস্তশিল্পের প্রদর্শনীর পাশাপাশি ক্ষুদ্র শিল্প বিষয়ক আলোচনা সভারও আয়োজন করা হয়। এখানে উদ্যোগীদের বিভিন্ন ব্যবসার হদিশ ও ব্যাঙ্ক ঋণের ব্যাপারে আলোচনা ও পরামর্শ দেওয়া হয়।

স্বনির্ভর প্রশিক্ষণ

বার্তা প্রতিনিধিঃ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও স্বনিযুক্তি বিভাগের অধীন পশ্চিমবঙ্গ স্ব-রোজগার নিগম লিমিটেড স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যদের বেসিক কম্পিউটার ও বিপণন ক্ষেত্রে দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ দিতে শুরু করেছে। শিক্ষার্থীদের আসা যাওয়ার খরচ দেওয়া হবে। নাবার্ড, রাজ্য সরকার বা স্বনিযুক্তি বিভাগ স্বীকৃত স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যরাই শুধুমাত্র এখানে ৬ সপ্তাহের প্রশিক্ষণ নিতে পারবেন। ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকে প্রশিক্ষণ পর্ব শুরু হবে।

পঞ্চায়েত হেল্পলাইন - ফোনেই জানুন আপনার প্রশ্নের উত্তর
উত্তর দেবেন প্রাক্তন পঞ্চায়েত কমিশনার - শ্রী অমলেন্দু ঘোষ
সরাসরি - ৯৩৩৯৪৬৫০০০ (সকাল ৭.৩০টা থেকে ৯.৩০টা)অথবা অন্য সময়ে লোক কল্যাণ পরিষদকে (০৩৩) ২৪৬৫৭১০৭ / ৬৫২৯১৮৭৮

সম্পাদকীয়

গ্রাম উন্নয়নে পঞ্চায়েতের ভূমিকা

স্থানীয় সরকার হিসাবে দারিদ্র দূরীকরণ তথা গ্রাম উন্নয়নে আমাদের রাজ্যে পঞ্চায়েতের বিশেষ ভূমিকা এবং দায়িত্ব সুনির্দিষ্ট। তাই এই কাজে পঞ্চায়েতকেই প্রধান চালিকাশক্তি হিসাবে দেখা হয়। কিন্তু চালিকাশক্তি যদি কোন কারণে দুর্বল হয়ে পড়ে বা তার কার্যক্রমকে আইনানুসারী পথে চালিত না করে তাহলে জনমানসে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়। এর ফলে ব্যাহত হয় জনমুখী পঞ্চায়েত গড়ে তোলার কাজ।

সময়মত নিয়ম মেনে খোলাখুলিভাবে সংসদ সভা / গ্রাম সভা না হওয়াটা পঞ্চায়েতের জনমুখী পরিকল্পনা গ্রহণের ক্ষেত্রে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। অন্যদিকে পরিকল্পনায় গ্রামীণ মানুষের স্বত:স্ফূর্ত অংশগ্রহণ না থাকায় পরিকল্পনা রচনা বা রূপায়ণের ক্ষেত্রে তাদের তেমন উৎসাহ দেখা যায় না। আসলে পঞ্চায়েত নিয়ে আমাদের রাজ্যের মানুষের মধ্যে একটি মিশ্র ধারণা আছে। প্রত্যেকের এই নিজস্ব ধারণা গড়ে উঠেছে তার একান্ত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে। যারা ভাল পঞ্চায়েত দেখেছেন তারা পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় আস্থাশীল। দুর্ভাগ্যের বিষয় হল, এই সংখ্যাটাই ধীরে ধীরে কমতে শুরু করেছে। আবার পঞ্চায়েত নিয়ে যাদের অভিজ্ঞতা ভাল নয় তারা পঞ্চায়েতের উপর আস্থাই রাখতে পাচ্ছেন না। আমাদের অভিজ্ঞতাও একই রকম। কিন্তু এক্ষেত্রে একটি লক্ষ্যণীয় বিষয় হল, মানুষের আস্থা ফেরানোর জন্য পঞ্চায়েতগুলোর যে ধরনের সদর্থক ভূমিকা নেওয়া উচিত এবং সাধারণ মানুষকে পরিষেবা দেওয়ার জন্য যে ভাবেই নিজেদের দক্ষতা বাড়ানো উচিত তারা তা করেন না।

পঞ্চায়েতের সক্ষমতা বৃদ্ধির কাজ খুব একটা সহজ নয় এবং তা এককালীন কোন উদ্যোগের মাধ্যমে সম্পন্ন করা যায় না। এটি একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া যেখানে অভিজ্ঞতার বিনিময় সহ নানা ধরনের কৌশল অবলম্বন করতে হয়। বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বলা যায়, রাজ্য সরকার, স্থানীয় সরকার এবং জনসাধারণ এই কার্যকরী একটি ত্রিভূজের মাধ্যমে পঞ্চায়েতগুলো তাদের নিজস্ব রীতিনীতির কিছুটা পরিবর্তন সাপেক্ষে কর্মকুশলতার বাস্তব প্রতিফলন ঘটাতে পারে।

উদাহরণ স্বরূপ পঞ্চায়েতেরে কর্ম পরিকল্পনা রচনা, গ্রামীণ মানুষের জীবিকা অর্জনের সুযোগ সৃষ্টি করা, স্বনির্ভর দলগুলিকে সত্যিকারের স্বনির্ভর করে তোলা সহ গ্রামীণ মানুষের কাছে সরকারি পরিষেবা পৌছে দেওয়া প্রভৃতি উল্লেখ করা যেতে পারে।

মূল কথা হল, দারিদ্র দূরীকরণ ও গ্রাম উন্নয়নের কাজে আমরা পঞ্চায়েতকে আরও শক্তিশালী এবং সক্রিয় দেখতে চাই। তবে এই সক্রিয়তা এবং উদ্যোগের প্রতিফলন কাজের ক্ষেত্রে কতটা প্রভাব ফেলল তার রায় দেবে সাধারণ মানুষ। সেই সময়ের আর বিলম্ব কোথায়?

কাগজের ব্যাগ তৈরি

পাতলা প্লাস্টিক ব্যাগের ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা জারি থাকায় এখন কাগজের ব্যাগের চাহিদা ক্রমবর্ধমান। বিভিন্ন দোকানে বা শপিং মলে নানারকম পণ্যসামগ্রী দেওয়ার জন্য কাগজের ব্যাগই ব্যবহৃত হচ্ছে। এই মেশিনের সাহায্যে সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে ৪২ ইঞ্চি পর্যন্ত মাপের কাগজের ব্যাগ তৈরি করা যায়। প্রথমে বৈঠকখানা বাজার বা রাজাবাজার অঞ্চল থেকে কাগজের রোল কিনে আনতে হবে। দাম পড়বে মোটামুটি ২০ টাকা থেকে ৩০ টাকা প্রতি কে জি। এক্ষেত্রে কাগজের মান অনুযায়ী দাম কমবেশি হতে পারে। এবার সেটি মেশিনের রোলে, যে মাপের ব্যাগ তৈরি করতে চান সেটি মেশিনে নির্দিষ্ট করে নিয়ে মেশিন চালু করে দিলেই সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে কাগজের ব্যাগ তৈরি হয়ে যাবে। মেশিনটি ঘন্টায় ১৫০টি ব্যাগ তৈরি করতে সক্ষম। মেশিনটি চালাতে মোটর লাগবে ২ হর্সপাওয়ার এবং বিদ্যুৎ লাগবে ২২০ ভোল্ট।

স্বনির্ভর ভাবনা

মোটর সমেত সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় এই মেশিনের দাম পড়বে ১৪ লাখ টাকা। মেশিনের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করতে পারেন -

ভারত মেশিন টুলস্ ইন্ডাস্ট্রিস, ৬১ গনেশ চন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলকাতা - ১৩, ফোন - ২২৩৬৮০১৫।

জাতীয় গ্রামীণ জীবিকা মিশনের রূপরেখা

বার্তা প্রতিবেদন: ১লা এপ্রিল ১৯৯৯ সাল থেকে সারা দেশে স্বর্ণজয়ন্তী গ্রাম স্বরোজগার যোজনা (SGSY) কর্মসূচি রূপায়ণ শুরু হয়েছিল এবং সেই কর্মসূচি প্রায় এক যুগ ধরে চলেছে। এই কর্মসূচির লক্ষ্য ছিল গ্রামের দরিদ্র জনগণের মধ্যে স্বনির্ভর গোষ্ঠী গঠন করে, তাদেরকে প্রশিক্ষণ দিয়ে, দক্ষতা বাড়িয়ে এবং তাদের জন্য প্রকল্প সহায়তা (ঋণ ও অনুদান), প্রযুক্তি, পরিকাঠামো ও বিপণনের সংস্থান করে আয় বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা এবং এইভাবে ওই সব জনগণকে দারিদ্রসীমার ওপরে নিয়ে আসা। স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে রূপায়িত বিভিন্ন দরিদ্র দূরীকরণ প্রকল্প পর্যালোচনা করলে দেখা যায় গ্রামাঞ্চলে কোনও দরিদ্র পরিবারকে এককভাবে আর্থিক সাহায্য প্রদান করলে ওই পরিবার এককভাবে ওই অর্থ ব্যবহার করে উন্নয়নের কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারে না। সেই পরিপ্রেক্ষিতে একক সহায়তার গোষ্ঠী গঠনের মাধ্যমে সেই যৌথ সংস্থাকে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যেই এই বিশেষ প্রকল্প চালু করা হয়, যাতে করে গোষ্ঠী গঠনের মাধ্যমে দরিদ্র পরিবারগুলি সংঘবদ্ধভাবে দারিদ্রের বিরুদ্ধে লড়াই করে তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নতি নিজেরাই করতে পারে।

জাতীয় গ্রামীণ জীবিকা মিশনের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য: (Mission)

তৃণমূল স্তরে দরিদ্র মানুষের শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান তৈরির মাধ্যমে দরিদ্র পরিবারগুলির জীবন জীবিকার স্থায়ীভাবে উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটানো এবং দরিদ্র পরিবারগুলিকে লাভজনক স্বনিযুক্তি এবং দক্ষ মজুরি ভিত্তিক নিয়োগের সুযোগ লাভের যোগ্য হিসাবে গড়ে তোলার মাধ্যমে তাদের দারিদ্র হ্রাস করা।

জাতীয় গ্রামীণ জীবিকা মিশনের কয়েকটি মুখ্য বৈশিষ্ট্য:

ক) স্বতন্ত্র পরিকাঠামো:- এই কর্মসূচি রূপায়ণের জন্য জাতীয়, রাজ্য, জেলা এবং ব্লক স্তরে স্বতন্ত্র পরিকাঠামো (dedicated structure) গড়ে তোলা হবে। বিভিন্ন স্তরে এই পরিকাঠামোগুলির নাম হবে জাতীয় মিশন ম্যানেজমেন্ট ইউনিট (NMMU), রাজ্য মিশন ম্যানেজমেন্ট ইউনিট (SMMU), জেলা মিশন ম্যানেজমেন্ট ইউনিট (DMMU) এবং মিশন ম্যানেজমেন্ট ইউনিট (BMMU)। প্রতিটি রাজ্যে একটি পৃথক সংস্থা (যথা - সমিতি, কোম্পানী ইত্যাদি) গঠন করে মিশনের কর্মসূচি রূপায়িত হবে। প্রতিটি স্তরে প্রকল্প রূপায়ণের কাজে দক্ষ ও পেশাদার আধিকারিক থাকবেন।

(খ) সার্বজনীন সামাজিক একত্রীকরণ :- (Universal Social Mobilisation) এই কর্মসূচি গ্রামের দরিদ্র হিসাবে চিহ্নিত সকল পরিবারের অন্তত: একজন সদস্যকে, বিশেষ করে মহিলা সদস্যকে একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে (৫-৭ বৎসর) স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়টি সুনিশ্চিত করবে। এ ছাড়া তপসিলী জাতি, উপজাতি ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত দরিদ্র পরিবারগুলিকে স্বনির্ভর গোষ্ঠীতে অন্তর্ভুক্ত করার ক্ষেত্রে প্রাধান্য দেওয়া হবে।

(গ) দরিদ্র মানুষের প্রতিষ্ঠান গঠন ও উন্নয়ন - (Promotion of Institution of the Poor) স্বনির্ভর গোষ্ঠী এবং গ্রাম ও উচ্চতর স্তরে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সংঘ ও মহাসংঘ গঠনের মাধ্যমে দরিদ্র মানুষের শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান তৈরি ও দরিদ্রদের কার্যক্রমের পরিসর, তাদের মতামত জানানোর সুযোগ ও সঙ্গতি বৃদ্ধি করা এবং বহিরাগত সংস্থাগুলির উপর তাদের নির্ভরশীলতা কমাবার দিকে জাতীয় গ্রামীণ জীবিকা মিশন (NRLM) তার দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখবে।

(ঘ) স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে সহায়তা:

১) যোগ্য স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির জন্য আবর্তনীয় তহবিল ও ক্যাপিটাল সাবসিডির সংস্থান থাকবে। এই তহবিল তাদের প্রাতিষ্ঠানিক ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা করবার ক্ষমতা বৃদ্ধির যেমন সহায়ক হবে তেমনই তাদের অগ্রগতি মূলস্রোতের ব্যাঙ্কের আর্থিক সহায়তাকেও আকর্ষণ করবে। অধিকন্তু, যারা মূল স্রোতের আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কাছে ঋণ নিয়েছে এমন স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলি, ঋণ পরিশোধের খতিয়ানের ভিত্তিতে উপযুক্ত বিবেচিত হলে সুদের উপর ভর্তুকিরও (Interest Subsidy) সহায়তা পাবে।

২) এই প্রকল্পে প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা বৃদ্ধি, পরিকাঠামো, বিপণন ইত্যাদি অন্যান্য সহায়তার ব্যবস্থাও থাকবে।

(ঙ) জীবিকা: জাতীয় গ্রামীণ জীবিকা মিশন (NRLM) প্রতিটি দরিদ্র পরিবারের জীবিকা আহরণের প্রচলিত পদ্ধতিগুলি পর্যালোচনা করে সেগুলি সংহত করতে, প্রসার ঘটাতে ও পরবর্তীকালে জীবিকা নির্বাহের আরও নতুন নতুন পদ্ধতি সংযুক্ত করবার লক্ষ্যে কাজ করবে।

(চ) সমমুখীনতা ও অংশীদারিত্ব:(Convergence and Partnership)- NRLM - এর কর্মসূচি অনুযায়ী রাজ্য গ্রামীণ জীবিকা মিশন কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রক ও অন্যান্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের বিভিন্ন কর্মসূচির সাথে এবং রাজ্য সরকারের বিভিন্ন কর্মসূচির সাথে সমমুখীনতায় সম্যক জোর দেবে, যাতে এই কর্মসূচির সাথে সরাসরি দরিদ্রদের প্রতিষ্ঠান সমূহের মেলবন্ধন সৃষ্টি হয়। রাজ্য গ্রামীণ জীবিকা মিশন স্বত:প্রণোদিতভাবে বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান (NGO)এবং নাগরিক সমাজের প্রতিষ্ঠানগুলির (Civil Society Organisation) সাথে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও রূপায়ন এই দুই ব্যাপারেই অংশীদারিত্বের সুযোগ সৃষ্টি করবে।

(ছ) দরিদ্রদের জন্য বীমা পরিষেবা: এই সংস্থা বীমা কোম্পানিগুলির সাথে কাজ করবে যাতে ক্ষুদ্র বীমা পরিষেবা, বিশেষত: দরিদ্রদের জীবন বীমা এবং স্বাস্থ্য ও সম্পদগত ঝুঁকি সংক্রান্ত বীমার সার্বজনীন প্রসার সুনিশ্চিত হয়। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের অনুমোদিত বীমা প্রকল্পগুলি, যেমন - 'আম আদমি বীমা যোজনা', 'জন শ্রী বীমা যোজনা', 'রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্য বীমা যোজনা'এবং কৃষি বিষয়ক ও গবাদি পশু বিষয়ক বীমা প্রভৃতি প্রকল্পগুলির সুযোগ সুবিধা যাতে দরিদ্র মানুষদের মধ্যে সম্প্রসারিত করা যায় তার জন্য জাতীয় গ্রামীণ জীবিকা মিশনের মাধ্যমে প্রয়াস নেওয়া হবে।

স্বর্ণজয়ন্তী গ্রাম স্বরোজগার যোজনা কর্মসূচিতে স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও স্বনির্ভর গোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠান গঠনের পরিসংখ্যান (মার্চ - ২০১২ পর্যন্ত)।

- মোট স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সংখ্যা : ৩৬৬১০৫
- মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সংখ্যা : ৩১৩৯৪৮
- গ্রাম সংসদ স্তরে গঠিত স্বনির্ভর গোষ্ঠীর উপসংঘ (Sub Cluster) এর সংখ্যা : ২২৮০৬ (মোট গ্রাম সংসদের সংখ্যা ৩৭২৬২)
- গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে গঠিত স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সংঘ (Cluster) এর সংখ্যা : ২৩৫৬ (মোট গ্রাম পঞ্চায়েতের সংখ্যা ৩৩৫১)

পশ্চিমবঙ্গে জাতীয় গ্রামীণ জীবিকা মিশনের কর্মসূচি রূপায়ণের প্রস্তুতি:

রাজ্য স্তরে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য গ্রামীণ জীবিকা মিশন (The West Bengal State Rural Livelihoods Mission) বা (WBSRLM) নামে নিবন্ধীকৃত সমিতি গঠনের মাধ্যমে জাতীয় গ্রামীণ জীবিকা মিশন কর্মসূচি রূপায়ণের কাজ শুরু হয়েছে। আমাদের রাজ্যে ''আনন্দধারা'' নামে এই কর্মসূচি রূপায়িত হবে। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ১৭ ই মে, ২০১২এই বিশেষ কর্মসূচির শুভ সূচনা করেছেন।

সহভাগী পদ্ধতিতে শ্রম বাজেটের নেপথ্যে

জয়ন্ত দাস: মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পের গ্রাম পঞ্চায়েত ভিত্তিক পরিকল্পনার দু'টি দিক লক্ষ্য করা যায়। প্রথম দিকটি লেবার বাজেট বা শ্রম বাজেট নামে পরিচিত। দ্বিতীয় দিকটি পরিচিত বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা বা অ্যাকশন প্ল্যান নামে। ২০০৬ সালে প্রকল্প শুরু হওয়ার সময় থেকেই পশ্চিমবঙ্গের বেশিরভাগ জেলাতেই গ্রাম পঞ্চায়েতগুলো মূলত: অ্যাকশন প্ল্যানই তৈরি করত। লেবার বাজেট তৈরি করার ব্যাপারে পঞ্চায়েতগুলোর আগ্রহ বা সদিচ্ছা ছিল না। ফলে মজুদ তথ্যের ভিত্তিতে জেলাগুলোকেই লেবার বাজেট তৈরি করে কাজের চাহিদা রাজ্যকে জানাতে হত। রাজ্যও সেই তথ্যের ভিত্তিতে কেন্দ্রকে প্রতিবেদন পাঠাতো যা কখনও বাস্তবসম্মত হত না। ফলে এই প্রকল্পে টাকার চাহিদা এবং যোগানের মধ্যে টানাপোড়েন চলত প্রায় সব স্তরেই।

একশ' দিনের কাজের প্রকল্পের (MGNREGA) সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হল শ্রমদিবস। এই প্রকল্পের সাফল্যের খতিয়ান দিতে গিয়ে অনেকেই পরিবার পিছু বছরে পরিসংখ্যানটিকেই প্রধান সূচক হিসাবে গণ্য করে থাকেন। এক্ষেত্রে মনে রাখা দরকার গড় শ্রমদিবস নির্ভর করে কত পরিবার কাজ চাইলো এবং কাজ পেল তার ওপর। অর্থাৎ মোট যত শ্রমদিবস সৃষ্টি হল তাকে কাজ পাওয়ার সংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে গড়ে শ্রমদিবসের পরিসংখ্যান পাওয়া যায়। বাস্তবে এই ভাগটা করা হতো একটি গ্রাম পঞ্চায়েতে নথিভুক্ত কাজ চাওয়া অথবা সব জব কার্ড উপভোক্তাদের সংখ্যা দিয়ে। ফলে বিগত কয়েক বছরে সব মিলিয়ে ১৫ কোটির বেশি শ্রমদিবস সৃষ্টি করতে পারা সত্ত্বেও মোট পরিবারের সংখ্যা বেশি হওয়ায় পশ্চিমবঙ্গে গড় পরিবার পিছু শ্রমদিবস সৃষ্টির পরিমাণ বছরে ৩০ থেকে ৩৫ এর মধ্যে ঘোরাফেরা করেছে। বর্তমান পঞ্চায়েতমন্ত্রীর উদ্যোগে টাকা খরচের ভিত্তিতে প্রকল্পের গতি কিছুটা বাড়লেও গ্রাম পঞ্চায়েতগুলোর সদিচ্ছার অভাবে গড় শ্রমদিবসে পশ্চিমবঙ্গ পিছিয়ে আছে। বিগত ১২ ডিসেম্বর ২০১২ তে জারি করা এক আদেশনামাতে (Memo No: 8335(19)RD/0/MGNREGA/18B-01/11) রাজ্য পঞ্চায়েত দপ্তর এই প্রকল্পের কমিশনার, জেলাশাসক এবং জেলা প্রকল্প সঞ্চালকদের গ্রাম সংসদ ভিত্তিক লেবার বাজেট তৈরি করার ব্যাপারে উদ্যোগ নিতে বলেছেন। যদিও নভেম্বর সংসদ হয়ে যাওয়ার পর এই কাজটি বাস্তবসম্মত কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে অধিকাংশ গ্রাম পঞ্চায়েত।

অপ্রিয় প্রশ্নগুলোকে আড়াল করে লেবার বাজেট নিয়ে আলোচনা করা যাক। কোনও একটি গ্রাম পঞ্চায়েতে যতগুলি পরিবারের এই সমস্ত জব কার্ড আছে এবং তার মধ্যে যতগুলি পরিবার নিয়মিত কাজের আবেদন করে (অ্যাকটিভ জব কার্ড) অর্থাৎ একটি আর্থিক বছরে বিভিন্ন মরশুমে তারা যতদিন কাজ চায় সেই পরিসংখ্যানই হল সেই গ্রাম পঞ্চায়েতের সম্ভাব্য মোট শ্রমদিবস। এই শ্রমদিবসের আর্থিক রূপই হল লেবার বাজেট। আগেই বলা হয়েছে, যে কোনও একটি গ্রাম পঞ্চায়েতে মোট যত শ্রমদিবস সৃষ্টি হল তাকে কাজ চাওয়ার সংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে ঐ গ্রাম পঞ্চায়েতের সম্ভাব্য গড় শ্রমদিবস পাওয়া যায়। এইভাবে ধাপে ধাপে পঞ্চায়েত সমিতি, জেলা পরিষদ এবং রাজ্যের গড় শ্রমদিবস পাওয়া যাবে।

সহভাগী পদ্ধতিতে গ্রাম সংসদভিত্তিক গ্রাম পঞ্চায়েতের লেবার বাজেট তৈরি করতে হলে মে সংসদ থেকেই উদ্যোগ নিতে হবে। সংসদে যাওয়ার আগে নিম্নলিখিতভাবে একটি তালিকা তৈরি করতে হবে।

১	২	৩	৪
ক্রমিক নং	জব কার্ড আছে এরকম পরিবারের প্রধানের নাম।	ঐ পরিবারটিতে কাজ করে এরকম সদস্যদের নাম।	কাজ চাওয়া এবং কাজ পাওয়ার প্রেক্ষিতে পরিবারটি সক্রিয় বা সক্রিয় নয়।

আগে থেকে প্রস্তুত করা ঐ তালিকা নিয়ে মে সংসদে উপস্থিত থাকতে হবে। সংসদে জড়ো হওয়া ব্যক্তিদের কাছে তালিকায় থাকা জব কার্ড উপভোক্তাদের নাম ধরে ধরে জানতে হবে কতজন আগামী আর্থিক বছরে (১০০ দিনের কাজের প্রকল্পে (MGNREGS) কতদিন কাজ করতে আগ্রহী। কোন কোন পরিবারগুলি গত বছরে কাজ করেনি। কোন কোন পরিবার কাজ করেছে। কোন কোন পরিবার কাজ চেয়েও পায়নি। কোন কোন পরিবার বছরের কোন দিন কাজ করতে চাইছে তাও এই মে সংসদ থেকে জেনে নিতে হবে। এইভাবে গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রতিটি সংসদ থেকে মাসভিত্তিক কাজের চাহিদা তুলে আনতে হবে। মোট যতদিন কাজ দিতে হবে তাকে অদক্ষ শ্রমিকের মজুরি অর্থাৎ ১৩৬ টাকা দিয়ে গুণ করলে ঐ সংসদে মোট কাজের মজুরির আর্থিক চিত্রটি ফুটে উঠবে। এই পরিমাণ অর্থই ঐ সংসদের ১০০ দিনের কাজের প্রকল্পের (MGNREGS) মোট বাজেটের ৬০ শতাংশ। এর থেকে ঐকিক নিয়মে বের করা যাবে ১০০ শতাংশ টাকা। উপকরণ মূল্যের ৪০ শতাংশ টাকাও বের করা যাবে একই নিয়মে।এইভাবে কোনও একটি আর্থিক বছরে একটি নির্দিষ্ট সংসদের লেবার বাজেটের মধ্যে 'ক' অংশ হবে লেবার কম্পোনেন্ট অর্থাৎ শ্রমিকদের মজুরি সংক্রান্ত এবং 'খ' অংশ হবে মেটিরিয়াল কম্পোনেন্ট অর্থাৎ কাজের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত বিভিন্ন উপকরণ সংক্রান্ত।

তারপরের ধাপ হল স্কিম ব্যাংক বা প্রকল্প ভান্ডার তৈরি করা। এক্ষেত্রে কাজের চাহিদা অনুযায়ী প্রকল্প চিহ্নিতকরণ করতে হবে। উদাহরণ হিসাবে ধরা যাক কোনও নির্দিষ্ট সংসদে ২৫০টি পরিবার আছে, যাদের জব কার্ড রয়েছে। এর মধ্যে ১০০টি পরিবার সারা বছরে ৫০ দিনের কাজ চাইছে। অর্থাৎ আগামী আর্থিক বছরে ঐ সংসদে ৫০০০ শ্রমদিবস তৈরি করতে হবে। ঐ শ্রমদিবস তৈরি করতে হলে মজুরি বাবদ ব্যয় হবে (৫০০০ X ১৩৬ টাকা) অর্থাৎ মোট ৬,৮০,০০০ টাকা। ঐ সংসদের জন্যে মোট কর্মপরিকল্পনা নিতে হবে {(৫০০০ X ১৩৬)X ৩ ভাগের ২ ভাগ} টাকার অর্থাৎ ১১,৩৩,৩৩৩ টাকার। এইভাবে ধাপে ধাপে গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি, জেলা পরিষদ এবং সবশেষে রাজ্যের সম্ভাব্য কর্মপরিকল্পনা তৈরি করতে হবে।

পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের পক্ষ থেকে ৩১/০৭/২০০৯ তারিখে জারি করা আদেশের (নির্দেশিকা নং ৩৪৪৩/পি.এন/ও/৩-এ/৩বি-১/০৯) ভিত্তিতে পঞ্চায়েত পরিকল্পনার যে ক্যালেন্ডার তৈরি করা হয়েছিল তাতে পরিষ্কার বলা হয়েছিল মে মাসে অনুষ্ঠিত গ্রাম সংসদ থেকেই আগামী আর্থিক বছরের সমস্ত কাজের চাহিদাগুলো তুলে আনতে হবে। জেলা প্রশাসনের সদিচ্ছার অভাবে প্রায় কোনও গ্রাম পঞ্চায়েতেই এই কাজটি সুষ্ঠুভাবে হয় না। এই অবস্থা সম্পর্কে রাজ্য ওয়াকিবহাল বলেই ১০০ দিনের প্রকল্পের (MGNREGS) কমিশনারও নভেম্বর সংসদ হয়ে যাওয়ার পরেও গ্রাম সংসদ স্তর থেকে সহভাগী পদ্ধতিতে লেবার বাজেট তৈরির নির্দেশ পাঠিয়ে তা ৩১শে জানুয়ারি ২০১৩ এর মধ্যে রাজ্যকে পাঠাতে বলেছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, অধিকাংশ গ্রাম পঞ্চায়েতেই খোলাখুলি সংসদ সভা হয় না। ফলে সংসদ স্তর থেকে লেবার বাজেট তৈরির প্রক্রিয়া আদেশনামাতেই সীমাবদ্ধ থেকে যায়। চোখ বুজে মুখ বন্ধ করে থাকাটাই আজকাল কর্মসংস্কৃতির একটি বড় অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমির খানের 'পিপলি লাইভ' দেখেও আমরা সচেতন হইনি। কবে হবে সেটাও অনেক প্রশ্ন চিহ্নের মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

উচ্চ নীচ, ধনী দরিদ্র ভেদাভেদ কমেছে

নাসিরুদ্দিন গাজী: ইদানিংকালে যতগুলি জনহিতকর সরকারি প্রকল্প চালু হয়েছে, তার মধ্যে অন্যতম হল মিড ডে মিল প্রকল্প। এই প্রকল্পটি আমাদের সকলের চোখে পড়ে। স্কুলগুলিতে যদি এই প্রকল্প চালু না হত, তাহলে ছাত্র-ছাত্রীদের অবস্থা যে খুবই করুণ হত তা বলার অপেক্ষা রাখে না। খাদ্যাভাবের কারণে বহু শিশুর মৃত্যুর খবরে আমরা বিচলিত হই। আমরা জানি, মিড ডে মিলের রূপায়ণে অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতি বা দুর্নীতি আছে। তবুও সরকারি প্রকল্পের জন্যই গরীব শিশুরা অন্তত: ভরা পেটে লেখাপড়া শেখার সুবিধা পাচ্ছে। মানুষ হতে শিখছে। আশা বাড়াচ্ছে আমাদের।

২৮ নভেম্বর ২০০১-এ সুপ্রিম কোর্ট এই মর্মে নির্দেশ দিয়েছিল যে বছরে অন্তত: ২০০ দিন সমস্ত সরকারি এবং সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিকে ছাত্র-ছাত্রীদের রান্না করা গরম খাবার সরবরাহ করতে হবে। ওই আহারে ন্যূনতম ৩০০ গ্রাম ক্যালোরি এবং ৮ থেকে ১২ গ্রাম প্রোটিন থাকতে হবে। ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য যে খাবার সরবরাহ করা হবে, তাতে যেন ৭০০ গ্রাম ক্যালোরি ও ২০০ গ্রাম প্রোটিন পাওয়া যায়। হয়তো সুপ্রিম কোর্টের এই নির্দেশ সর্বত্র কার্যকরী হয় না। গ্রামে-গঞ্জে গেলে শোনা যায়, স্কুল কর্তৃপক্ষ, রেশন ডিলার, বিডিও অফিসের নানা ধরনের নীতি-দুর্নীতির কথা যা নির্ধারিত মানের খাদ্য সরবরাহে বাধা সৃষ্টি করে। যদিও এ ব্যাপারে সুশীল নাগরিকদেরও যথেষ্ট গাফিলতি আছে। সরকারি স্কুলগুলিতে যে খাবার দেওয়া হয় তারা কখনও সেখানে গিয়ে খাবারের মান যাচাই করেন না। সময় নেই, উৎসাহও নেই। ফলে মিড ডে মিলের দুর্নীতি দূর করা সম্ভব হয় না।

মিড ডে মিল

তবে মিড ডে মিলের ইতিবাচক দিকও আছে। এই প্রকল্পের ফলে সরকারি স্কুলগুলিতে গরীব ছাত্র-ছাত্রীদের নাম নথিভুক্তি বেড়েছে। বিশেষ করে, আদিবাসী জনজাতি গোষ্ঠীর ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। সরকারি স্কুলে ছাত্র-ছাত্রীরা মিড ডে মিল খাওয়ার জন্য একসঙ্গে পাশাপাশি বসে। ফলে ছোট-বড়, ধনী-দরিদ্র, উচ্চ-নীচ ভেদাভেদ ছাত্র-ছাত্রীরা যদি ছোটবেলা থেকেই ভুলতে পারে তাহলে শক্তিশালী হবে আমাদের সমাজ ব্যবস্থা, কমবে বৈষম্য। সুতরাং জাতপাত নির্বিশেষে সামাজিক দূরত্ব কমানোর ক্ষেত্রে মিড ডে মিলের গুরুত্ব অপরিসীম। তাছাড়া স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারাই যেহেতু রান্না করেন তাই গ্রামীণ মহিলাদের রোজগারও কিছুটা বেড়েছে।

তবে প্রাসঙ্গিক শিক্ষায় ছাত্র-ছাত্রীদের শুধুমাত্র দুপুরের

খাওয়া দাওয়া দিলেই দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না। শিশুদের আহার-বিহার, খেলাধূলা ও সাংস্কৃতিক মেধা গড়ে তোলার ব্যাপারেও আমাদের মনোযোগ থাকা দরকার। দেশের ভবিষ্যতদের সুনাগরিক করে গড়ে তুলতে বিভিন্ন ক্লাব এবং স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানগুলিকেও এগিয়ে এসে সদর্থক ভূমিকা পালন করতে হবে। যেমন, লোক কল্যাণ পরিষদ উত্তর দিনাজপুর জেলার ইটাহার, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার হরিরামপুর, জলপাইগুড়ি জেলার কালচিনি, বীরভূম জেলার বোলপুর ব্লকে স্কুলের সামনে, ফাঁকা জায়গায় সবজি বাগান তৈরির উদ্যোগ নিয়েছিল। এলাকার মানুষ, স্বনির্ভর গোষ্ঠী, ভি ই সি, গ্রাম উন্নয়ন কমিটি এবং বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী সহ শিক্ষক

এরপর পাঁচের পাতায়

পশ্চিমবঙ্গ সরকার
পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগ

৬৩, নেতাজী সুভাষ রোড, জেসপ বিল্ডিং, কোলকাতা - ৭০০০০১

স্মারক সংখ্যা:৬৯(১৮)/আর.ডি./ও/ডিপিএফ/১ই-১/২০৮৮ **তারিখ:** ০২/০১/২০১৩

প্রেরক **: দিলীপ পাল, যুগ্মসচিব** প্রাপক: **জেলা শাসক, ... (সকল)**

বিষয় : গ্রাম পঞ্চায়েতের পরিকল্পনা ও বাজেট রচনার প্রক্রিয়াকে আরও শক্তিশালী ও বাস্তবমুখী করার উদ্দেশ্যে পরিকল্পনা ও বাজেট রচনার জন্য সময়-সীমার ক্ষেত্রে প্রয়োজন-ভিত্তিক পরিবর্তন।

মহাশয় / মহাশয়া,

পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইনের ১৯(১)ক ধারা অনুসারে গ্রাম পঞ্চায়েত নিজ নিজ এলাকার সামগ্রিক উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি দীর্ঘমেয়াদী এবং একটি বার্ষিক পরিকল্পনা রচনা ও রূপায়ণ করবে। এই কাজের অঙ্গ হিসাবে গ্রাম পঞ্চায়েতকে প্রতি বছর সুনির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উপ-সমিতি ভিত্তিক সমন্বিত পরিকল্পনা ও বাজেট রচনা করতে হয়। উল্লেখ করা আবশ্যক যে, গ্রাম পঞ্চায়েতের মাধ্যমে রূপায়িত সকল প্রকল্প/তহবিলের আওতাভুক্ত কাজ ও তার বাজেট এই সমন্বিত পরিকল্পনার মধ্যে ধরতে হবে। পরবর্তী সময়ে প্রয়োজন অনুসারে এই সমন্বিত পরিকল্পনা ও বাজেট থেকে তহবিল/কর্মসূচি ভিত্তিক আলাদা আলাদা কর্ম পরিকল্পনা তৈরি করা যেতে পারে। সমন্বিত গ্রাম পঞ্চায়েত পরিকল্পনা ও বাজেট রচনার জন্য সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধির উপর ভিত্তি করে ইতিমধ্যেই এই বিভাগ থেকে একটি নির্দেশনামা প্রকাশ করা হয়েছিল **[স্মারক নং ৩৪৪৩/পি.এন/ও/৩ক/৩বি-১/০৭/২০০৯]**। পরিকল্পনা ও বাজেট রচনার প্রক্রিয়াকে আরও শক্তিশালী ও বাস্তবমুখী করার উদ্দেশ্যে কার্যক্ষেত্রে নিম্নলিখিত পরিবর্তনগুলি অনুসরণ করা যেতে পারে।

ক) গ্রাম পঞ্চায়েত প্রতি বছর ৩১শে জুলাই বা তার আগে সুচিন্তিত অনুমানের উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন সূত্র থেকে আগত বছরের সম্ভাব্য তহবিলের পরিমাণ নির্ধারণের প্রক্রিয়াটি শেষ করবে। এই তহবিল নির্ধারণ করে প্রধান অর্থ ও পরিকল্পনা উপ-সমিতি ভিত্তিক বাজেটের রূপরেখা প্রস্তুত করার উদ্দেশ্যে প্রত্যেক উপ-সমিতির জন্য মোট তহবিল থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ তহবিল নির্ধারণ করে দেবেন।

খ) এরপর প্রত্যেক উপ-সমিতি তার জন্য নির্ধারিত তহবিল এবং মে মাসের বার্ষিক গ্রাম সংসদ সভা থেকে উঠে আসা চাহিদা ও অন্যান্য তথ্যের উপর ভিত্তি করে নিজ নিজ উপ-সমিতির পরিকল্পনা রচনা করবে এবং উপ-সমিতির সচিবের সহায়তায় ৩৫নং ফর্মে তাদের বাজেটের রূপরেখা প্রস্তুত করবে। উপ-সমিতিগুলি ১৫ই সেপ্টেম্বর বা তার আগে গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানের কাছে তার নিজের পরিকল্পনা ও বাজেট পেশ করবে।

গ) উপ-সমিতি ভিত্তিক পরিকল্পনা ও বাজেটের রূপরেখা পাওয়ার পর ১লা অক্টোবরের মধ্যে গ্রাম পঞ্চায়েত নির্দিষ্ট ছকে প্রাথমিক খসড়া পরিকল্পনা ও বাজেট (ফর্ম ৩৬) তৈরি করবে এবং ১০ই অক্টোবর বা তার আগে অর্থ ও পরিকল্পনা উপ-সমিতির সভায় বিবেচনার জন্য পেশ করতে হবে। এই প্রাথমিক খসড়া পরিকল্পনাতে যা যা হবে তার সংখ্যা, প্রকৃতি এবং তা রূপায়ণের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের পরিমাণ উল্লেখ থাকবে। অর্থ ও পরিকল্পনা উপ-সমিতির সভায় এই বিষয়ে যে অভিমত ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে তার ভিত্তিতে প্রয়োজন অনুসারে পরিকল্পনা ও বাজেটের প্রাথমিক খসড়া রূপরেখায় পরিবর্তন করা হবে।

ঘ)গ্রাম পঞ্চায়েত পরিকল্পনা ও বাজেটের প্রাথমিক খসড়া রূপরেখা অর্থ ও পরিকল্পনা উপ-সমিতির সভায় আলোচনার পর ৩০শে অক্টোবরের মধ্যে গ্রাম পঞ্চায়েতের বিশেষ সাধারণ সভায় পেশ করতে হবে। গ্রাম পঞ্চায়েতের সাধারণ সভা এই প্রাথমিক খসড়া পরিকল্পনা ও বাজেট নিয়ে আলোচনা করবে এবং যদি সেখানে কোনও সংশোধনের প্রয়োজন হয় তা করে এই পরিকল্পনা ও বাজেটকে খসড়া গ্রাম পঞ্চায়েত পরিকল্পনা ও বাজেট হিসাবে গ্রহণ করবে।

ঙ) এই খসড়া গ্রাম পঞ্চায়েত পরিকল্পনা ও বাজেট গ্রাম সংসদের ষাণ্মাসিক সভায় পেশ করতে হবে। গ্রাম সংসদ সভায় যদি এই খসড়া পরিকল্পনা ও বাজেট সম্বন্ধে কোনও আপত্তি বা পরামর্শ আসে তা লিখিতভাবে নথিভুক্ত করতে হবে। এছাড়া গ্রাম সংসদের সদস্যদের জানানোর জন্য খসড়া বাজেটের কপি ৫ই নভেম্বরের মধ্যে গ্রাম পঞ্চায়েত নোটিশ বোর্ড এবং গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার কমপক্ষে দুইটি উল্লেখযোগ্য স্থানে প্রকাশ করতে হবে। এছাড়া ৭ই নভেম্বরের মধ্যে খসড়া বাজেটের কপি সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত সমিতিতে তাদের মতামতের জন্য পাঠাতে হবে। পঞ্চায়েত সমিতি ২৫শে নভেম্বরের মধ্যে তাদের যদি কোনও মতামত থাকে তাহলে তা গ্রাম পঞ্চায়েতকে পাঠাতে পারে।

চ) গ্রাম সংসদ সভাগুলি থেকে যে সমস্ত আপত্তি বা পরামর্শ এসেছে সেগুলি এবং খসড়া বাজেটের উপর পঞ্চায়েত সমিতি থেকে প্রাপ্ত মতামত সহ সমগ্র খসড়া গ্রাম পঞ্চায়েত পরিকল্পনা ও বাজেট গ্রাম সভার অধিবেশনে পেশ করতে হবে। গ্রাম সভার অধিবেশনে যে সকল আপত্তি বা পরামর্শ পাওয়া যাবে তা লিখিতভাবে নথিভুক্ত করতে হবে।

ছ) প্রত্যেক গ্রাম পঞ্চায়েত ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে বিশেষভাবে ডাকা গ্রাম পঞ্চায়েতের সাধারণ সভায় খসড়া গ্রাম পঞ্চায়েত পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করবে এবং সমস্ত আপত্তি, পরামর্শকে মাথায় রেখে উপ-সমিতি ভিত্তিক চূড়ান্ত গ্রাম পঞ্চায়েত পরিকল্পনা গ্রহণ করবে। মনে রাখা প্রয়োজন, পরিকল্পনা চূড়ান্ত করার জন্য বিশেষভাবে ডাকা গ্রাম পঞ্চায়েত সভার আগেই খসড়া পরিকল্পনার উপর পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো অনুসারে পর্যালোচনা করে নিতে হবে, যাতে সমস্ত রকম প্রয়োজনীয় সংশোধন পরিকল্পনা চূড়ান্ত করার আগে করে নেওয়া সম্ভব হয়।

জ) চূড়ান্ত গ্রাম পঞ্চায়েত পরিকল্পনার ভিত্তিতে ৩১শে জানুয়ারির মধ্যে গ্রাম পঞ্চায়েতের বিশেষ সাধারণ সভায় পরবর্তী আর্থিক বছরের বাজেট চূড়ান্ত করতে হবে। মনে রাখা প্রয়োজন, চূড়ান্ত গ্রাম পঞ্চায়েত পরিকল্পনার উপর ভিত্তি করে সংশ্লিষ্ট উপ-সমিতিগুলির রূপরেখায় (ফর্ম ৩৫) যে পরিবর্তন হল তা জানুয়ারি মাসে চূড়ান্ত বাজেট (ফর্ম ৩৬) গ্রহণ করার আগে সংশ্লিষ্ট উপ-সমিতির সভাগুলিতে গ্রহণ করে নিতে হবে।

উপরে উল্লিখিত প্রক্রিয়া অনুসরণের অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে পরবর্তী সময়ে এই প্রক্রিয়া পুনরায় প্রয়োজন মাফিক পরিবর্তন করা যেতে পারে।

আপনার বিশ্বস্ত

(দিলীপ পাল)

বিকল্প সাংবাদিকতা কর্মশালা

গ্রামীণ সংবাদের অবহেলায় উদ্বেগ প্রকাশ

জয়ন্ত দাস: উত্তরবঙ্গের সাতাশ মাইল থেকে কম সময়ে যাতে ন্যাশানাল হাইওয়ে ৩১ এ উঠে আসা যায় তার জন্য পূর্ত দপ্তর যে বিকল্প রাস্তা তৈরি করছে তাতে ৮ কিলোমিটার বিস্তৃত জঙ্গল ধ্বংসের খবর উঠে আসেনি কোন দৈনিকের পাতায়। বড় কাগজে ঠাঁই পায়নি কার্সিয়াং ডিভিসনের কাটারিয়া বনবস্তির ১৫টি কুয়ো শুকিয়ে যাওয়ায় মানুষের জলকষ্টের খবর। জলপাইগুড়ি জেলার গাজোলডোবায় উচ্ছেদ হওয়া মানুষগুলোর অসহায়তার খবরও বড় কাগজে ছাপা হয় না। অথচ বাদ পড়ে না চিত্রতারকাদের সর্দিজ্বরের খবর। এমনই সব গুরুত্বপূর্ণ সংবাদের মূল্যায়নের মধ্য দিয়ে প্রাণবন্ত হয়ে উঠল সংঘর্ষ পত্রিকা ও নেসপন সংগঠনের উদ্যোগে শিলিগুড়িতে অনুষ্ঠিত বিকল্প সাংবাদিকতার কর্মশালা।

গ্রামে বসবাসকারী প্রান্তিক মানুষগুলোর জীবন যন্ত্রণার প্রতিচ্ছবি বা দৃষ্টান্তমূলক কাজের প্রতিবেদন তুলে ধরতেই বিকল্প ভাবনার পথ দেখিয়েছেন গ্রামীণ পত্র পত্রিকা ও তাদের সাংবাদিকরা। সম্পাদকরা যেহেতু ভূমিপুত্র, তাই আঞ্চলিক সংবাদের যথার্থ প্রতিফলন ঘটে স্থানীয় পত্রপত্রিকাগুলোতে। শুধুমাত্র সম্পাদক বা সাংবাদিকরাই নন, যাদের নিয়ে রচিত

হয় খবর তারাও ভিড় জমিয়েছিলেন এই কর্মশালায়। উত্তরবঙ্গের বনবস্তি, চা বাগান এবং তিস্তার চরে বসবাসকারী প্রান্তিক মানুষরাও অংশ নেন।

উত্তরবঙ্গ বনসৃজন শ্রমজীবী মঞ্চের আহ্বায়ক লাল সিং ভূজেল বলেন, স্বাধীনতার পরেও বনবস্তির বাসিন্দাদের বেগার খাটানো হয়েছিল। ১৯৬৮ সাল থেকে জঙ্গলে কাজ করার জন্যে ২৫ পয়সা করে দৈনিক মজুরি দেওয়া শুরু হয়। বর্তমানে পারিশ্রমিক বাড়লেও পাল্লা দিয়ে বেড়েছে শোষণ। প্রদীপন গাঙ্গুলী বলেন, চাঁদমনি চা বাগান ধ্বংস করে বেঙ্গল অম্বুজা গোষ্ঠী উত্তরায়ন নামে উপনগরী গড়ে তুলেছে। অথচ সেই সময়কার বহু চা শ্রমিক বর্তমানে বেকার রয়েছেন। কেউ কেউ ঐ উপনগরীতে কাজ পেলেও দৈনিক ১২৫ টাকার বেশি পারিশ্রমিক পাচ্ছেন না। কোচবিহার এর গীতালদহ বিকাশ সমিতির আবু সৈয়দ বলেন, পূর্বতন সরকারের চাষ ও বসবাসের জন্য ভূমিদান প্রকল্প বন্ধ করে বর্তমান সরকার শুরু করেছে 'নিজগৃহ নিজভূমি প্রকল্প।' ফলে আগের প্রকল্পের জন্যে যারা আবেদন করেছিলেন তাদের আবেদনপত্র বাতিল করা হয়েছে। কোলিবাড়ি বনবস্তির রাজকুমার রিজাল বলেন, তার গ্রামের প্রায় ৬০০ পরিবার পানীয় জলের জন্যে স্থানীয় স্কুলের টিউবওয়েলের ওপর নির্ভরশীল। 'সংঘর্ষ' পত্রিকার অর্ণব ভট্টাচার্য বলেন, তিস্তার জল ভাগাভাগির বিষয়টি অচিরেই একটি আন্তর্জাতিক সমস্যা হিসেবে দেখা দেবে।

'সংঘর্ষ' পত্রিকার যুগ্ম সম্পাদক রূপক মুখার্জী এবং অনির্বাণ চৌধুরীর মতে স্থানীয় মানুষরা এই সমস্যাগুলো সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হলেও সংবাদপত্রের পাতায় তা উপস্থাপনা করার ব্যাপারে যথেষ্ট দক্ষ নন। তাই স্থানীয় সমাজকর্মীদের বিকল্প সাংবাদিক হিসেবে গড়ে তোলার জন্যেই এই ধরনের কর্মশালা মাঝে মধ্যেই হওয়া উচিত। কীভাবে সংবাদ সংগ্রহ করতে হয়, সংবাদ লিখতে হয়, প্রতিবেদন কীভাবে শুরু করা উচিত, বিভিন্ন ঘটনা কীভাবে লিখতে হবে প্রভৃতি বিষয় নিয়ে বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকার সাংবাদিকরা আলোচনা করেন। সংবাদপত্রের যথাযথ সম্পাদনা, সংবাদের সাথে ছবির ব্যবহার প্রভৃতি সহ সংবাদপত্রকে পাঠকদের কাছে আকর্ষণীয় করে তোলার ব্যাপারেও বিস্তৃত আলোচনা করা হয়। জলপাইগুড়ি জেলার বিভিন্ন সংগঠন ও সংবাদপত্রের প্রতিনিধি মিলিয়ে ৩০ জন সদস্য এই কর্মশালায় অংশ নেন।

পাওয়ারলুম প্রশিক্ষণ নিয়ে নিজের পায়ে দাঁড়ান

নাসিরুদ্দিন গাজী: অল্পশিক্ষিত ছেলেমেয়েরা স্বনিযুক্তির মাধ্যমে নিজের পায়ে দাঁড়াতে চাইলে পাওয়ারলুমের মাধ্যমে কাপড় তৈরি শিখে নিতে পারেন। শেখার পর চাকরি করতে চাইলে তারও সুযোগ রয়েছে। প্রশিক্ষণ থেকে শুরু করে চাকরি বা নিজের ইউনিট গড়ার প্রতিটি ধাপে সরকারি সহায়তা পাওয়া যায়।

আমাদের রাজ্যে পাওয়ারলুম বয়নে গতি আনতে ২০০৮ এর জানুয়ারিতে সরকার বয়নশিল্প নীতি ঘোষণা করেছিলেন। এই নীতিতে রাজ্যে ২০১২ সালের মধ্যে অন্তত: কুড়ি হাজার পাওয়ারলুম স্থাপনের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়। কিন্তু সেই লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে অনেক দূরে রয়েছে রাজ্য। সরকারি তথ্য অনুযায়ী রাজ্যে পাওয়ারলুম রয়েছে মাত্র সাড়ে পাঁচ হাজারের কাছাকাছি। রাজ্য সরকারের মাইক্রো অ্যান্ড স্মল স্কেল এন্টারপ্রাইজেস এবং বয়নশিল্প দপ্তর সূত্রে জানা গেছে , এই পরিস্থিতিতে বয়নশিল্প সংক্রান্ত নতুন নীতি প্রণয়নের কথা ভাবছে সরকার।

পাওয়ারলুমের মাধ্যমে বস্ত্রবয়নের প্রশিক্ষণ দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের বস্ত্রমন্ত্রণালয়। বিভিন্ন রাজ্যে গড়ে তোলা হয়েছে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। পশ্চিমবঙ্গের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি রয়েছে নদিয়া জেলার রানাঘাট-এর মিলপাড়ায়। এই পাওয়ারলুম সার্ভিস সেন্টারে বিদ্যুৎচালিত তাঁত বয়নের স্বল্পমেয়াদি প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় নিখরচায়। শিল্প স্থাপনের উদ্যোগীদের দেওয়া হয় যাবতীয় তথ্য ও পরামর্শ। রাজ্য সরকারের মাইক্রো অ্যান্ড স্মল স্কেল এন্টারপ্রাইজেস এবং বস্ত্রশিল্প দপ্তরও প্রশিক্ষণ পর্ব থেকে শুরু করে শিল্প স্থাপনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ধাপে ধাপে সহায়তা দিয়ে থাকে। রাজ্য সরকার এ ধরনের প্রশিক্ষণে আগ্রহীদের আর্থিক সাহায্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সহায়তা দিয়ে থাকে। দু'মাসের কোর্স। ভর্তির সময় ৫০০ টাকা জমা দিতে হয়। কিন্তু রাজ্য সরকারের পাওয়ারলুম বিভাগের ডেপুটি ডাইরেক্টর অতনু বন্দ্যোপাধ্যায় এ প্রসঙ্গে জানান, আগে ছাত্রছাত্রী পিছু মাসে ২০০ টাকা করে স্টাইপেন্ড দেওয়া হত। এখন আর্থিক বরাদ্দ বাড়ানো হয়েছে। এখন প্রত্যেক ছাত্রছাত্রী কোর্স চলাকালীন দৈনিক ১০০ টাকা করে স্টাইপেন্ড পাবে।

অষ্টম শ্রেণী পাশ হলেই এই প্রশিক্ষণ নেওয়া যাবে। কোর্সে ভর্তির ক্ষেত্রে প্রার্থীর আগ্রহ কতটা, সেটাই মূলত: দেখা হয়। পাওয়ারলুম সার্ভিস সেন্টারের অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর এ কে চন্দ্র বলেন, অটোমেটিক, সেমি-অটোমেটিক লুম, শাটল লেস রিপেয়ারলুম প্রভৃতি নানা রকমের মেশিন সার্ভিস সেন্টারেই রয়েছে। এগুলির মাধ্যমে হাতে কলমে কাজ শেখানো হয়। দেওয়া হয় প্রয়োজনীয় বইপত্রও। প্রশিক্ষণ শেষে যারা নিজের উদ্যোগে শিল্পকেন্দ্র স্থাপন করতে চান তাদের প্রোজেক্ট তৈরি করে দেওয়া সহ অন্যান্য যাবতীয় সহায়তা প্রদান করা হয়। পাওয়ারলুমে তৈরি করতে পারবেন ধুতি, শাড়ি, বেডশিট, ক্যানভাস, সুতি ও নাইলন বেল্টিং, সিটিং, টিকেন, মার্কিন, শাটিং-স্যুটিং সহ সুতি ও পাটের বিভিন্ন সামগ্রী।

৬৫থেকে ৭০ হাজার টাকার মেশিন কিনে কাজ শুরু করা যায়। আর একটু বড়ো আকারে ৪টি সাধারণ লুম নিয়ে শুরু করতে চাইলে ৫ লক্ষ টাকার মত বিনিয়োগ করতে হবে। শিল্পকেন্দ্র শুরু করতে চাইলে ঋণ ও ভর্তুকি পাওয়া যেতে পারে স্টেট ক্যাপিট্যাল ইনভেস্টমেন্ট সাবসিডি প্রকল্পে। এই প্রকল্পের আওতায় মূলধন বিনিয়োগের ওপর ১৫ থেকে ৩৫ শতাংশ পর্যন্ত ভর্তুকি পাওয়া যেতে পারে। এছাড়া নিজে যে টাকা বিনিয়োগ করতে চাইছেন তা ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ হিসাবে নিতে চাইলে সরকারি সহায়তা পাবেন। এক্ষেত্রেও ৬ থেকে ১০ বছর মেয়াদি ঋণে বার্ষিক সুদে ২৫ থেকে ৩০ শতাংশ সরকারি ভর্তুকি পেতে পারেন। বিদ্যুৎ খরচ, রেজিস্ট্রেশন ফি ইত্যাদির ওপরেও ভর্তুকি রয়েছে। পরবর্তীকালে উৎপাদন কেন্দ্রের বিকাশ ঘটাতে চাইলেও আর্থিক সহায়তা পেতে পারেন। এছাড়া স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যরা অতিরিক্ত ভর্তুকি পেতে পারেন।

প্রশিক্ষণ, ঋণ পাওয়া, প্রোজেক্ট তৈরি সহ অন্যান্য যাবতীয় পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করতে পারেন- **'পাওয়ারলুম সার্ভিস সেন্টার', মিলপাড়া, রানাঘাট, নদিয়া-৭৪১২০১। ফোন-০৩৪৭-৩২৮৪৩৫০।**

মহিলাদের জন্য আইনি সুরক্ষা

পণপ্রথা নিষিদ্ধকরণ আইন, ১৯৬১

- এই আইন পণ দেওয়া - নেওয়াকে নিষিদ্ধ করে।
- পণ দেওয়া - নেওয়ার শাস্তি হল কমপক্ষে পাঁচ (৫) বছরের হাজতবাস।

মহিলাদের কুরুচিকরভাবে উপস্থাপনা (নিষিদ্ধকরণ) আইন, ১৯৮৬

- এই আইন বিজ্ঞাপন ও প্রকাশনা মুদ্রণে মহিলাদের অশোভন উপস্থাপনা নিষিদ্ধ করে।
- এই আইন লঙ্ঘনের শাস্তি দুই (২) বছর পর্যন্ত হাজতবাস।

- **অনৈতিকভাবে পাচার (প্রতিরোধ) আইন, ১৯৫৬**
- এই আইন নারী ও শিশু পাচারে জড়িত ব্যক্তিদের প্রভূত শাস্তির ব্যবস্থা করে।

শিশুদের যৌন নিগ্রহ থেকে সুরক্ষা আইন, ২০১২

- এই আইন ১৮ বছরের নীচে সমস্ত শিশুকে যৌন নিগ্রহ, যৌন হয়রানি ও পর্ণোগ্রাফি থেকে সুরক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা নেয়।

পারিবারিক হিংসা থেকে মহিলাদের সুরক্ষা আইন, ২০০৫

- পারিবারিক হিংসার শিকার কোনও মহিলা এই আইনের মাধ্যমে নিষ্কৃতি পেতে পারেন।
- এই আইনে পারিবারিক হিংসার শিকার কোনও মহিলাকে নিষ্কৃতি দেওয়ার মধ্যে রক্ষার আদেশ, বাসস্থানের আদেশ, আর্থিক ত্রাণ, ক্ষতিপূরণের আদেশ ও সাময়িক হেফাজতের আদেশ দেওয়ার বিধান রয়েছে।

বাল্যবিবাহ নিষিদ্ধকরণ আইন, ২০০৬

- যারা যে কোনও ধরনের বাল্যবিবাহের আয়োজন করে, নির্দেশ দেয় অথবা সাহায্য করে, তাছাড়া, যারা বাল্যবিবাহের স্বপক্ষে প্রচার করে বা অনুমতি দেয় এই আইন তাদের বিরুদ্ধে শাস্তির ব্যবস্থা নেয়।
- কোনও ব্যক্তি বাল্যবিবাহের ঘটনা পুলিশ, চাইল্ড ম্যারেজ প্রহিবিশন অফিসার (সিএমপিও), ম্যাজিস্ট্রেট অথবা চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটিকে জানাতে পারেন।

প্রথম পাতার পর...

স্বাবলম্বন মেলা

মাধ্যমে পিছিয়ে পড়া জেলার তকমা আগামী দিনে মুছে যাবে বলে আমার বিশ্বাস। অনেক গরীব পরিবারের কর্তা-ব্যক্তিদের মদের প্রতি আসক্তি ও নেশা আছে। তাই পরিবারগুলির বাড়তি খরচ হয়। এটা কমাতে হবে। প্রত্যেক পরিবারকে আয় করার সাথে সাথে শিক্ষার উপরও জোর দিতে হবে। ছেলে ও মেয়ে যেন সমানভাবে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পায় সেটা দেখতে হবে। মহিলাদের শিক্ষা ছাড়া উন্নয়ন কখনই সম্ভব নয়।'

অতিরিক্ত জেলা শাসক (উন্নয়ন) পশ্চিম মেদিনীপুরের উদাহরণ তুলে ধরে বলেন, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার অধিকাংশ পরিবার যদি শৌচাগার তৈরি করতে পারে তাহলে পুরুলিয়া পারবে না কেন? আমার মনে হয়, আগামী দিনে স্বনির্ভর দলগুলি এই কর্মসূচিকে সফল করে তুলতে পারবে নিজেদের মানসিকতা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে। অতিরিক্ত জেলাশাসক (উন্নয়ন) এবং সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক মেলার প্রতিটি স্টল ঘুরে দেখেন।

লোক কল্যাণ পরিষদ, সরকারি কৃষি দপ্তর, প্রাণী সম্পদ দপ্তর, সুসংহত শিশু বিকাশ প্রকল্প এবং স্বাস্থ্য বিভাগ ছাড়াও ৭টি অঞ্চলের সংঘের পক্ষ থেকে মেলায় দেওয়া স্টলগুলিতে বিক্রিত দ্রব্যাদি ছাড়াও কিছু কিছু জিনিসের প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়। লোক কল্যাণ পরিষদের স্টল থেকে প্রত্যেক সংঘ, উপ-সংঘ, স্বনির্ভর দল এবং এলাকার সাধারণ মানুষকে বিভিন্ন ধরনের চাষবাস, পশুপালন এবং সরকারি পরিষেবা সংক্রান্ত তথ্যমূলক বইপত্র বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়।

বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এই মেলাকে প্রাণবন্ত করে তোলে। যেমন ছৌ-নাচ, টুসুগান, ঝুমুর নাচ, গীতি নাট্য এবং অহিরা সম্প্রদায় কর্তৃক অনুষ্ঠিত একক নাটক 'আমি উপেন বলছি' শ্রোতাদের মুগ্ধ করে। এই মেলাকে কেন্দ্র করে মানুষের মধ্যে উৎসাহ ও উদ্দীপনা ছিল চোখে পড়ার মত। ২৪শে জানুয়ারি পুরস্কার বিতরণের মধ্য দিয়ে স্বাবলম্বন মেলার পরিসমাপ্তি ঘটে। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সংসদ সদস্য নরহরি মাহাত, বিধায়ক ধীরেন্দ্র নাথ মাহাত, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শঙ্কর সিংদেও, সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক মেঘনা পাল, যুগ্ম সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক বিমল দে প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

প্রথম পাতার পর...

হাইকোর্টের বিশেষ বেঞ্চ

নারীদের উপর অত্যাচারের দ্রুত বিচারের জন্য সব জায়গায় একটি করে বিশেষ আদালত চালু করতে হবে। জেলায় জেলায় এই ধরনের আদালত চালু হওয়ার আগে উচ্চ আদালতের এ ধরনের নজির জেলায় জেলায় বিশেষ আদালত তৈরিতে উৎসাহ যোগাবে।

মালদহে মহিলা আদালত: এদিকে মালদহে মহিলা নির্যাতনের দ্রুত বিচারের উদ্দেশ্যে ২৩ শে জানুয়ারি চালু হল মহিলা আদালত। এই আদালতের বিচারক থেকে শুরু করে সব কর্মীই হলেন মহিলা। আপাতত দু'জন বিচারক দিয়ে আদালতের কাজ শুরু হবে। এই আদালত শুধুমাত্র মহিলাদের উপর নির্যাতন ও অত্যাচার সংক্রান্ত বিষয়গুলি বিচার করবে বলে রাজ্যের আইনমন্ত্রী জানান।

গরীব: যোজনা সুপারিশ

বার্তা প্রতিনিধি: শহরের যে সব বাড়ীতে গাড়ী, এয়ার কন্ডিশনার বা ইন্টারনেট সহ কম্পিউটার/ল্যাপটপ আছে তারা আর গরীব হিসাবে চিহ্নিত হবেন না। দারিদ্রের খাতা থেকে সরাসরি কেটে দেওয়া হবে তাদের নাম।

অর্থনীতিবিদ এস আর হাশিমের নেতৃত্বে গঠিত যোজনা কমিশনের বিশেষজ্ঞ গোষ্ঠী এই সুপারিশ করেছে। অন্যদিকে গৃহহীন পরিবার, সামাজিক ও পেশাগত দিক থেকে বঞ্চিত বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ এবং যে সমস্ত পরিবারের পলিথিন বা খড়ের ছাউনি দেওয়া মাটির তৈরি একটি মাত্র ঘরই মাথা গোঁজার ঠাঁই তারাই সরাসরি দারিদ্রসীমার আওতায় আসবে।

তিনের পাতার পর

ভেদাভেদ কমেছে

শিক্ষিকাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে স্কুল বাগান করা হতো। ছাত্র-ছাত্রীরা পড়াশুনার মধ্যে গাছ চেনা, গাছের যত্ন, গাছের-জীবনচক্র প্রভৃতি দিনের পর দিন দেখে অভিজ্ঞতা অর্জন করতো। অন্যদিকে ঐ বাগানের শাক-সবজি মিড ডে মিলে দেওয়া হলে তারা বেশি বেশি করে খেত। ফলে পুষ্টিগুণে ভরপুর সবজি তারা পেত।

এ প্রসঙ্গে লোক কল্যাণ পরিষদের ডিরেক্টর ড: বিবেকানন্দ সান্যাল বলেন, 'আমরা অন্যান্য কাজের সঙ্গে স্কুল বাগান গড়ো' এই ছোট উদ্যোগটি নিয়েছিলাম। মানুষ এই উদ্যোগটিকে নিজের করে নিয়েছেন। এখন অনেক বিদ্যালয়েই স্কুল বাগান দেখতে পাওয়া যায়। বাগানের চারপাশে স্থায়ী ফসল কলা, পেঁপে, সজনে, নজনে ইত্যাদি,আর তার মাঝে বেড করে মরশুমি বিভিন্ন শাক-সবজি চাষ হলে শিশুরাই পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ হবে। শিশুদের পিতা-মাতা-অভিভাবকরাইতো এই উদ্যোগে সামিল হতে পারেন।

সুস্থায়ী চাষের ভাবনায় পুরুলিয়ায় কৃষি মেলা

ফাল্গুনী মাহাতো: পুরুলিয়া জেলার ঝালদা-২ ব্লকের বামনিয়া ডাকবাংলো মাঠে ১৮ জানুয়ারি ব্লক কৃষি মেলা অনুষ্ঠিত হয়। এই মেলার উদ্দেশ্য হল, উন্নত প্রযুক্তিতে বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে কম খরচে বেশি ফসল ফলানো ও কৃষি প্রদর্শনীতে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে চাষীদের উৎসাহ বাড়ানো। এই মেলায় উপস্থিত ব্লক কৃষি উন্নয়ন আধিকারিক, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি, সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক, যুগ্ম সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের বক্তব্যে সুস্থায়ী চাষের কথাই বারবার উঠে আসে। তারা চাষীদের অনিয়ন্ত্রিতভাবে রাসায়নিক সার এবং কীটনাশক ব্যবহারের বিরুদ্ধে সতর্ক করে দেন। তাদের মতে জৈব সারের কম ব্যবহারের পাশাপাশি বীজ বাছাই এবং বীজ শোধন না করার ফলে কৃষি ক্ষেত্রে সংকট দেখা দিচ্ছে।

সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক অভিজিৎ সাহা, যুগ্ম সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক সঞ্জীব গুহ মজুমদার এবং জেলা সহ কৃষি অধিকর্তা বলেন, কৃষি হল উন্নয়নের ভিত্তি। তাদের মতে, আমাদের দেশে জনসংখ্যা বাড়লেও জমি বাড়ছে না। জমির পরিমাণ ধীরে ধীরে কমছে। তাই চাষবাসের ক্ষেত্রে উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার প্রয়োজন, যাতে মানুষের চাহিদা মেটাতে বেশি ফসল উৎপাদন করা সম্ভব হয়। ব্লক কৃষি উন্নয়ন আধিকারিক অরুনাংশু দে বলেন, কৃষি প্রদর্শনীতে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারীদের পুরস্কৃত করা হবে।

চাষীরা কোন সমস্যায় পড়লে ব্লক কৃষি দপ্তরে যোগাযোগ করার জন্য তিনি চাষীদের আহ্বান জানান এবং সবরকম সাহায্য করার আশ্বাস দেন। কৃষি প্রযুক্তি সহায়ক রঞ্জিত পাত্র এস আর আই পদ্ধতিতে ধান চাষ এর নিয়মাবলী, কিষাণ ক্রেডিট কার্ড তৈরির নিয়মাবলী নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। তিনি চাষীদের এই মর্মে সুখবর দেন যে, সরকার চাষীদের পাওয়ার টিলার ট্রাক্টর কেনার ক্ষেত্রে পঁয়তাল্লিশ হাজার এবং জল পাম্প কেনার ক্ষেত্রে দশ হাজার টাকা ভর্তুকি দেবে। ব্লক প্রাণী সম্পদ আধিকারিক নিতীশ কুমার মোদক বলেন, কৃষিরই একটি অংশ হল প্রাণী সম্পদ। মানুষের আয় বাড়ানোর জন্য উন্নত প্রযুক্তিতে গরু, ছাগল, হাঁস, মুরগী পালন করা প্রয়োজন এবং যারা কৃত্রিম প্রজনন করে বকনা বাছুর উৎপাদন করছেন প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তর সেই বাছুরের বীমা করে দেবে। তাছাড়া যার এই বাছুর থাকবে সে এককালীন দশ হাজার টাকা সাহায্য পাবেন এবং আরও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা পাবেন।

মেলা শেষে কৃষি প্রদর্শনীতে প্রথম পুরস্কার হিসেবে ৮০০ টাকা মাঝিডি গ্রাম পঞ্চায়েতের রামপুর গ্রামের মহাবীর কুহরীর হাতে তুলে দেওয়া হয়। দ্বিতীয় পুরস্কার হিসেবে ৫০০ টাকা পান মাঝিডি গ্রাম পঞ্চায়েতের জিলিংহর গ্রামের আব্দুল আনসারী এবং তৃতীয় পুরস্কার হিসেবে ৩০০টাকা পান ঐ পঞ্চায়েতেরই কাশিডি গ্রামের কাশিনাথ মাহাতো।

এই মেলায় লোক কল্যাণ পরিষদ ও প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের পক্ষ থেকে স্টল দেওয়া হয়। ঝুমুর, টুসু, লোক সঙ্গীত, রবীন্দ্র সঙ্গীত প্রভৃতি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে মুখরিত হয়ে ওঠে মেলা প্রাঙ্গন।

এই মেলায় ব্লক কৃষি উন্নয়ন আধিকারিক, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি, সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক, যুগ্ম সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক, জেলা সহ কৃষি অধিকর্তা, কৃষি প্রযুক্তি সহায়ক সহ এলাকার উৎসাহী ব্যক্তি ও চাষীরা কউপস্থিত ছিলেন।

প্রথম পাতার পর

অপরূপ বিহারীনাথ

ভক্তদের বিশ্রামের জায়গা। পত্রহীন বেল গাছে অসংখ্য বেল ফলে আছে। এখানে শিব চতুর্দশীতে চারদিনের মেলা বসে। গাজনে একদিনের মেলা হয়। এছাড়া শ্রাবণ মাসের শেষে বসে বিরাট মেলা। দূর দূরান্ত থেকে ভক্তদের আগমন ঘটে। মন্দিরের পিছন দিকেই পাহাড়ে ওঠার হাঁটা পথ। তবে সকালের দিকে দল বেঁধে ওঠার চেষ্টা করা উচিত। ঘন্টা দেড়েক সময় লাগে। পাহাড়ে ভালুক, শুকর, সাপের আধিক্য আছে। ফেব্রুয়ারি মার্চে গেলে পথের দু'পাশে জলাশয়ে পানকৌড়ির জলকেলি, শালুক ফুলের সৌন্দর্য, পলাশ ফুলের অভ্যর্থনা পাবেন।

কোলকাতা থেকে গাড়ি ভাড়া করে শক্তিগড়ে প্রাতরাশ সেরে রানীগঞ্জ পাঞ্জাবী মোড় থেকে বাঁদিকে মেজিয়ার রাস্তা ধরে বিহারীনাথ পৌঁছুতে সময় লাগবে পাঁচ ঘন্টা। তাছাড়া হাওড়া বা শিয়ালদহ থেকে ট্রেনে করে আসানসোল। তারপর আসানসোল থেকে মধুকুন্ডা স্টেশনে টিফিন সেরে নিয়ে গাড়ি ভাড়া করে ২০কিলোমিটার দূরে বিহারীনাথ পাহাড়ে যাওয়া যায়। মধুকুন্ডা থেকে বিহারীনাথ যাওয়ার ট্রেকারও মেলে। বিহারীনাথে ঘর ভাড়া ৩০০ টাকা করে।

যোগাযোগ করতে পারেন এই নাম্বারে (মোবাইল) - ৯৯৩২৪২২৩৭৮ (অভিজিৎ)। নবনির্মিত বিহারীনাথ ট্যুরিস্ট পয়েন্টে দ্বিশয্যার দশটি ঘর আছে। প্রতি ঘর ৬০০ টাকা। ফোন - ৮০১৭২০২৪৯৯।

প্রাণী টিকাকরণ কর্মশালা

বার্তা প্রতিনিধি: হুগলী জেলার গোঘাট ১ নং ব্লকের উদ্যোগে সম্প্রতি প্রানী সম্পদ বিকাশের ওপর এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। বালি গ্রাম পঞ্চায়েতের শ্যামবল্লভপুর হাটতলায় অনুষ্ঠিত এই কর্মশালায় ৩৭৮টি গরু-ছাগল ও ২২২টি হাঁস-মুরগীর বিনামুল্যে টিকাকরণ করা হয়। এছাড়া সুপুষ্ট ও সুদৃশ্য গরুর ওপর এক প্রর্দশনীর আয়োজন করা হয়। সেরা তিনটি গরুর মালিককে পুরস্কৃত করা হয়।

এই অনুষ্ঠানে প্রাণী সম্পদের ওপর একটি ক্যুইজ প্রতিযোগিতায় এলাকার সাধারণ মানুষ অংশগ্রহণ করেন। প্রাণী সম্পদ বিকাশের ওপরে আলোচনাচক্রে অংশগ্রহণ করেন গোঘাট ১ নং ব্লকের প্রানী সম্পদ কর্মাধ্যক্ষ শকুন্তলা পন্ডিত, বি.এল.ডি.ও সঞ্জয় কুমার বোস, ডা: সনাতন ভুঁই। স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য দিলীপ চক্রবর্ত্তী প্রমুখ। এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বালি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ভূমেন রায়।

মৎস্যচাষীদের জন্য রাজ্য সরকারের ক্রেডিট কার্ড

নাসিরুদ্দিন গাজী: কিষাণ ক্রেডিট কার্ডের মত রাজ্যের মৎস্যচাষীরাও যাতে সহজে ব্যাংক ঋণ পেতে পারেন সেজন্য মৎস্যচাষীদেরও ক্রেডিট কার্ড দেওয়ার কথা ভাবছে রাজ্য সরকার। রাজ্যে মাছ চাষ করার কাজে যাতে বেকার যুবকরা উৎসাহ পান তার জন্য নানা পরিকল্পনা গ্রহণ করা হচ্ছে বলে মৎস্যমন্ত্রী জানান। ব্যাংক ঋণ পাওয়ার ক্ষেত্রে বড় জলাশয়ে যারা মাছ চাষ করেন তারা সুযোগ বেশি পান। তিনি চান, বড় জলার পাশাপাশি ছোট জলাতেও যারা মাছ চাষ করেন তারাও যেন একই সুযোগ পান। তা না হলে রাজ্যে মাছের চাহিদা মিটবে না। ভিন রাজ্য থেকে মাছ আমদানি করতে হবে। তিনি বলেন, এই অবস্থার পরিবর্তন করতেই হবে।

রাজ্যে খাতায় কলমে ১১৬২টি মৎস্য সমবায় সমিতি আছে। কিন্তু বাস্তবে মাছ চাষ করে এমন সমিতির সংখ্যা সাকুল্যে ৪৪০ এর বেশি নয়। তিনি মৃত বা অর্ধমৃত মৎস্য সমবায়গুলিকে আবার এগিয়ে তোলার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি আরও বলেন, এই সমবায়গুলি ছাড়া আরও নতুন নতুন মৎস্য সমবায় গড়ে তোলার চেষ্টা চালাতে হবে। এ প্রসঙ্গে লোক কল্যাণ পরিষদের প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত প্রকল্প আধিকারিক গৌরী শঙ্কর পল্লব বলেন, মাছের ডিম ফুটিয়ে মাছের চারা তৈরির ক্ষেত্রে এ রাজ্য সবার থেকে এগিয়ে। এ রাজ্য থেকে মাছের চারা নিয়ে গিয়ে অন্ধ্রের মৎস্যচাষীরা প্রচুর মাছের উৎপাদন করছেন। সেই মাছই আবার এই রাজ্যে ফিরে আসছে। সেই ভাবনা নিয়ে পুরুলিয়া জেলার সাঁতুড়ী ব্লকের বালিতোড়া

গ্রাম পঞ্চায়েতের সুনুড়ীতে লোক কল্যাণ পরিষদের উদ্যোগে সম্প্রতি একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উৎসাহী মৎস্যচাষীরা সভায় অংশগ্রহণ করেন। গৌরী শঙ্কর পল্লব উপস্থিত মৎস্যচাষীদের উদ্দেশ্যে মাছ চাষের বিভিন্ন খুঁটিনাটি দিকগুলি নিয়ে আলোচনা করেন। উপস্থিত মৎস্যচাষীরা পুকুরেই ডিম ফোটাবার সিদ্ধান্ত নেন। এবিষয়ে লোক কল্যাণ পরিষদের পক্ষ থেকে সমস্ত রকম সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। মৎস্যচাষীরা যদি কৃত্রিমভাবে পুকুরে ডিম ফোটান - তাহলে এটাই হবে পুরুলিয়া জেলার মৎস্যচাষীদের ক্ষেত্রে এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

অন্যদিকে সম্প্রতি দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার ক্যানিং এ মৎস্যজীবীদের উপর নির্যাতনের প্রতিবাদে কিছু মৎস্যজীবী ক্যানিং বনদপ্তরের অধীন সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্পের সদর অফিসের সামনে বিক্ষোভ দেখান। হরেন সর্দার, সহদেব মন্ডল, নেপাল নস্করদের অভিযোগ - মাস দু'য়েক আগে মাছ ধরার সময় জলদস্যুদের তাড়া খেয়ে ৪১ জন মৎস্যজীবী বনের মধ্যে ঢুকে পড়েছিলেন। ফলে বেআইনিভাবে জঙ্গলে অনুপ্রবেশের অভিযোগে বনকর্মীরা তাদের জাল ও নৌকা আটকে রাখে। মাছ ধরার সরঞ্জাম না থাকায় তারা আর নদীতে মাছ ধরতে যেতে পারছেন না। এর ফলে তাদের অর্ধাহারে অনাহারে ভুগতে হচ্ছে।

এই ব্যাপারে বারবার ব্যাঘ্র প্রকল্প অধিকর্তার দৃষ্টি আকর্ষণ করেও সরঞ্জামগুলি ফেরত পাওয়া যায়নি। পুরো ব্যাপারটি মিটিয়ে দেওয়ার আশ্বাস দেওয়া হলেও তা রাখা হয়নি। সমস্যাটির এখনও কোন সমাধান না হওয়ায় সুন্দরবনের মৎস্যজীবী ও তাদের পরিবারের সদস্যরা আর্থিক অনটনে দিন কাটাচ্ছেন।

সম্পাদক- ফটিক সাউ ● কার্যনির্বাহী সম্পাদক- অর্ণব সাউ ● সংযুক্ত সম্পাদক- রণজিৎ নস্কর ● অর্চনা সাউ কর্তৃক গ্রাম- গন্ধর্বপুর, ডাকঘর- উলা, জেলা- হাওড়া, পিন- ৭১১৩১০ হইতে প্রকাশিত এবং মুদ্রিত